বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায় ঃ তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

০১ ফাল্গুন ১৪২৮
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের সমুদ্রচারী ও উপকূলীয় জনগণের কাছে একটি অতি পরিচিত ও বিশ্বস্ত নাম। দেশের অভ্যন্তরীণ নদী পথ ও উপকূলীয় অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, চোরাচালান ও মানবপাচার প্রতিরোধ, মাদকের বিস্তার রোধসহ সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় এ বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে কোস্ট গার্ডের ক্রমাগত তৎপরতার ফলে বিগত বছরে চুরির ঘটনা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে চট্টগ্রাম বন্দর একটি নিরাপদ বাণিজ্যিক স্থান হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিতি লাভ করেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেগবান হয়েছে। এ ছাড়া মাদক পাচার প্রতিরোধ ও দেশের জাতীয় সম্পদ ইলিশ সংরক্ষণেও কোস্ট গার্ড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। একটি বাহিনীর উন্নয়নে পূর্বশর্ত হলো ক্রমাগত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, পেশাদারিত্ব, দেশপ্রেম এবং নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন। আমি আশা করি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে কোস্ট গার্ডের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করতে সদা তৎপর থাকবে।

কোস্ট গার্ডের আধুনিকায়নে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কোস্ট গার্ডকে একটি আধুনিক ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে এ বাহিনীর বহর ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দেশের জলসীমায় নজরদারি বৃদ্ধি এবং উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তা বিধানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সদস্যগণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাবে - এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ২৭তম জয়ন্তী ও 'কোস্ট গার্ড দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের উপকূলীয় এলাকার জনসাধারণ ও সমুদ্রচারী জনগোষ্ঠীর নিকট একটি শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে ইতোমধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশের নদী পথ, উপকূলীয় দুর্গম এলাকাসমূহ ও দেশের সমুদ্র অঞ্চলে দৃঢ় পদচারণার মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের জলভাগে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় এ বাহিনীর অবদান তাই অনস্বীকার্য।

দীর্ঘ ২৭ বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। দেশের উপকূলীয় এলাকায় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-কে পর্যায়ক্রমে আরও শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ বাহিনীতে নিজস্ব জনবল নিয়োগ করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ ছাড়া এ বাহিনীতে উন্নতমানের জাহাজ ও উন্নত প্রযুক্তির দ্রুতগতি সম্পন্ন বোট সংযোজন করার বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এরূপ সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড অচিরেই সমুদ্র সত্যিকারের 'Guardian at Sea' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ২৭তম জয়ন্তী ও কোস্ট গার্ড দিবস-২০২২ সফল হোক।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এম. পি

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

বাণী

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ২৭তম জয়ন্তী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে আমি মহাপরিচালক হিসেবে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি কোস্ট গার্ড দিবসের শুভলগ্নে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর অসামান্য দিকনির্দেশনায় ও চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি আমাদের বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একদিকে যেমন দেশের মেরিটাইম বিশনের স্বপ্নদ্রষ্টা, তেমনি তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমুদ্রে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বদা সোচ্চার। তাই আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর মহাপরিচালক হিসেবে সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বাংলাদেশের সুবিশাল সমুদ্র এলাকা ও নৌপথ এবং বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২৭তম বছর অতিক্রম করেছে। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই এ বাহিনীর সদস্যগণ অটুট মনোবল, অদম্য কর্মস্পৃহা, কঠোর পরিশ্রম ও পেশাগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে দেশ ও জনগণের আস্থার প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর দৃঢ় পদচারণায় দেশের সকল সমুদ্র বন্দরে নিরাপদ কর্মপরিবেশ বজায় রয়েছে যার সুফল দেশবাসী ভোগ করছে। বর্তমান সরকারের মাদকের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ইয়াবা, আইস ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার রোধে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। একইসঙ্গে, বাংলাদেশ সরকারের সুনীল অর্থনীতি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ও দেশের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে এ বাহিনীর সদস্যগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। দেশের প্রতি আনুগত্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপনের মধ্য দিয়ে যে সকল অকুতোভয় কোস্ট গার্ড সদস্য বিগত সময়ে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁদের মহান আত্মত্যাগ আমাদের জন্য একইসঙ্গে শোকের ও গর্বের। আমি বর্তমান সদস্যগণকে পেশাদারিত্ব ও সততা বজায় রেখে দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সকলের জন্য শুভ কামনা রইল।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ২৭তম জয়ন্তী ও কোস্ট গার্ড দিবস-২০২২ সফল হোক।
মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আশরাফুল হক চৌধুরী
রিয়ার এডমিরাল

দেশের উপকূল ও সমুদ্র প্রহরায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সমুদ্র সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বাংলাদেশের জন্য নিজস্ব সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটার অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট ১৯৭৪' প্রণয়ন করেছিলেন, যা ছিল বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৪ সালে তৎকালীন সংসদে তাঁর দূরদর্শিতা ও একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশের জন্য মেরিটাইম ফোর্স হিসেবে 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড' শীর্ষক একটি আধা-সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বিরোধী দলে থাকাকালীন একটি বিল উপস্থাপন করেন এবং বিলটি পরবর্তীতে মহান সংসদে পাস হয়। ফলশ্রুতিতে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক কোস্ট গার্ড আইন ১৯৯৪ বিল অনুমোদনের পর ১৯৯৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সমুদ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী আধা-সামরিক বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠার পর হতে অদ্যাবধি এ বাহিনী বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানায় ও তদসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকা এবং বিভিন্ন নদী পথে আইন প্রয়োগকারী ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নির্ভরতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী দিকনির্দেশনা ও দূরদর্শিতায় কোস্ট গার্ডকে একটি অত্যাধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সাফল্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতা, সুদূরপ্রসারী দিকনির্দেশনা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য দ্রুতগতিসম্পন্ন জলযান সংযোজন ও অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে উপকূলীয় এলাকায় যে কোনো পরিস্থিতিতে স্বল্প সময়ের মধ্যে কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে। কোস্ট গার্ড সূচনালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে ১৬ হাজার ১৯৭ কোটি টাকার অধিক অবৈধ মালামাল আটক করতে সক্ষম হয়েছে। গত ২০২১ সালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তাঁর দায়িত্বাধীন এলাকায় ৪৫ হাজার ৪৭৪টি অভিযান পরিচালনা করে মোট ২ হাজার ৫৯১ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকার অবৈধ দ্রব্য আটক করে। গত ২০২১ সালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উল্লেখযোগ্য অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপ :

অভিযান/অপারেশনের নাম	২০২১ সালের সাফল্য
চোরাচালান প্রতিরোধ	১১১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা মূল্যমানের বিভিন্ন অবৈধ সামগ্রী আটক করা হয়
মৎস্য সম্পদ রক্ষা	২২৯৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা মূল্যমানের নিম্নলিখিত অবৈধ দ্রব্যাদি আটক করা হয়। ক। জাটকা- ২,৪৫,৩১৬ কেজি খ। কারেন্ট জাল- ৫৩,০৫,৬১,১৭৬ বর্গ মিঃ গ। অন্যান্য জাল- ৫,২৫,০৩,৭৯৫ বর্গ মিঃ ঘ। বেহুন্দী/মশারি জাল- ১৭,৭৮২ পিস ঙ। চিংড়ি/ ফাইসা পোনা- ৪,৩০,৭৭,৩২০ পিস
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ	১৩৭ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যমানের নিম্নলিখিত অবৈধ মাদক দ্রব্যাদি আটক করা হয়। ক। ইয়াবা- ৪৫,১০,৫৬২ পিস খ। বিভিন্ন প্রকার মদ- ২,০৪৪ বোতল/ক্যান গ। সিগারেট- ৫,০০,৬০০ শলাকা ঘ। দেশীয় মদ- ১১৮ লিটার ঙ। মাদক ব্যবসায়ী/ পাচারকারী- ১৩০ জন
বনজ সম্পদ রক্ষা	১৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রায় ১১,২৯,৯৭৬ ঘনফুট বিভিন্ন প্রকার কাঠ আটক করা হয়
পরিবেশ রক্ষা	ক। হরিণের মাংস- ১০৬ কেজি খ। হরিণের চামড়া- ১৬টি গ। হরিণের মাথা- ০৩টি ঘ। তক্ষক উদ্ধার- ১৫টি ঙ। চোরাকারবারি- ১২ জন
উদ্ধার অভিযান	ক। নৌ পথে দুর্ঘটনা কবলিত ৪৬১ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয় খ। নৌ পথে দুর্ঘটনা কবলিত ৫৮ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় গ। ৩৫ জন অপহৃত জেলে/মাওয়ালীকে উদ্ধার করা হয়

কোস্ট গার্ড এর টহল ও অভিযানের ফলে চট্টগ্রাম বহির্নোঙরে বিগত ২ বছর যাবৎ কোনো দস্যুতা বা চুরির ঘটনা ঘটেনি, যা Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) এবং International Maritime Bureau (IMB) কর্তৃক ইতিবাচক প্রতিবেদন হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। কোস্ট গার্ডের অগ্রণী ভূমিকার কারণেই আইএমবি কর্তৃক স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪০ বছর পর সর্বপ্রথম চট্টগ্রামকে ঝুঁকিপূর্ণ বন্দরের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক বাংলাদেশের বন্দরগুলি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকিমুক্ত বা গ্রীনজোনে চিহ্নিত করা হয়েছে। যার ফলে সরকারের বন্দর কেন্দ্রিক রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি, বন্দর অর্থনীতির চাকা আরো বেগবান হয়েছে। এছাড়াও কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে, বাংলাদেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ সাবমেরিন ক্যাবলের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। বর্তমানে মাতারবাড়িতে ০১টি পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে এবং ০৫টি হাই স্পীড বোট মোতায়েন করা হয়েছে। উক্ত বোট দ্বারা নিরাপত্তার জন্য সর্বদা টহল কার্য পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর 'অপারেশন সুরক্ষায়' নিয়োজিত জাহাজ দ্বারা মাতারবাড়ি এলাকার নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিত টহল প্রদান করা হয়। বিগত ১৬ বছর সমুদ্র জলসীমার নীচে সাবমেরিন ক্যাবল কখনোই বিচ্ছিন্ন হয়নি। যার ফলে, দেশে হাইস্পীড ইন্টারনেট সেবা অব্যাহত রয়েছে। চোরাচালান প্রতিরোধ, মৎস্য সম্পদ রক্ষা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, বনজ সম্পদ রক্ষা, পরিবেশ রক্ষা ও বিভিন্ন উদ্ধার অভিযানে বিশেষ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ গত ২০১৫ সালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করা হয়।

জলদস্যু বিরোধী অভিযান

উপকূলীয় অঞ্চলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বিশেষভাবে তৎপর রয়েছে। গত পাঁচ বছরে ১ হাজার ২৮৪ জন জলদস্যু/ বনদস্যু/ ডাকাত অন্যান্য অবৈধ কাজে জড়িত ব্যক্তি আটকসহ ২৩৬টি অবৈধ অস্ত্র এবং ৪৪২ রাউন্ড তাজা গুলি, ১৫১ রাউন্ড ব্লাংক কার্তুজ, ৩৬৯টি রামদা ও ছুরি চাপাতি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া জলদস্যুদের কবল থেকে এ পর্যন্ত ৫২৬ জন জেলেকে উদ্ধার করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন অভিযানে পাচারকালীন সময়ে সুন্দরবনের কাঠ আটক করা হয়, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২৭ কোটি টাকা।

মানব পাচার বিরোধী ও জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ এবং উদ্ধার অভিযান

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দায়িত্বাধীন এলাকায় মানব পাচার প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে থাকে। এ পর্যন্ত ৮১৯ জন ব্যক্তিকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড অবৈধভাবে সমুদ্রপথে বিদেশে পাচারকালে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। গত পাঁচ বছরে মায়ানমার হতে আগত ১৮৩৭০ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকসহ ২৫৬টি ছোটো বড়ো নৌকা মায়ানমারে ফেরত পাঠিয়েছে। এছাড়াও ১৮৩ জনের মৃতদেহসহ ১১০৬ জন অবৈধভাবে বিদেশগামী যাত্রী উদ্ধার এবং ৮৫ জন দালাল আটক করা হয়। বর্তমানে ভাসানচরে বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধিদের গমনাগমনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রদান ও ভাসানচর এলাকায় বিপুলসংখ্যক FDMN স্থানান্তরে সহায়তা ও স্থানান্তর পরবর্তী নিরাপত্তার কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

সামাজিক দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সুবিশাল জলসীমা ও উপকূলীয় অঞ্চলে প্রতিমুহূর্তে কাজ করে চলেছে এ বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা। আভিযানিক দায়িত্ব ছাড়াও উপকূলীয় জনগণের আর্থসামাজিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে কোস্ট গার্ড নিয়মিত কাজ করে চলেছে। মৎস্য সম্পদ রক্ষায় অভূতপূর্ব সাফল্যের অবদানস্বরূপ এ বাহিনী অর্জন করেছে জাতীয় মৎস্য পুরস্কার-২০১৮। বিশেষত বিগত বছর করোনা মহামারির দুঃসহ দিনগুলোতে জীবনের মায়া তুচ্ছ করে আর্তমানবতার পাশে দাঁড়িয়েছেন কোস্ট গার্ড এর প্রতিটি সদস্য, আর সিক্ত হয়েছেন মানুষের ভালোবাসায়। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড অপারেশনাল কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় গরীব-দুস্থ জেলে ও প্রান্তিক জনগণের মাঝে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন ধরনের সহায়তা করে থাকে :

- **চিকিৎসা সেবা, শীতবস্ত্র বিতরণ**

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকাতেই দরিদ্র জেলে সম্প্রদায় ও সীমিত আয়ের জনগণ বসবাস করেন। বাহিনীর সদস্যগণ নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকাতে নিয়মিত এবং দুর্যোগপূর্ণ সময়ে মেডিকেল ক্যাম্পেইন, শীতবস্ত্র বিতরণ, লাইফ জ্যাকেট বিতরণসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা ও সমন্বয় করে থাকে, যার ফলে দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট অনেকাংশে লাঘব করতে সক্ষম হয়।

- **প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে পূর্বাভাস, ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য**

একুশ শতকে বিশ্বের বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ পেরিয়ে একের পর এক সাফল্য অর্জন করছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। কোস্ট গার্ডের অধিকাংশ স্থাপনা উপকূল ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় যে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বে বাহিনীর সদস্যরা জনসাধারণকে সতর্কবার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম। দুর্যোগ শেষে এ বাহিনীর সদস্যরা সবসময়ই 'সর্বাগ্রে সাড়াদানকারী' হিসেবে সর্বপ্রথম ত্রাণ সহায়তা নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। দুর্যোগকালে মানুষ ও গবাদিপশুর আশ্রয়ের জন্য এ বাহিনী উপকূল অঞ্চলে ২৭টি কোস্টাল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার স্থাপন করেছে। ঘূর্ণিঝড় শেষে উপকূলীয় এলাকায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনাসহ ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দিতে এ বাহিনী সদা প্রস্তুত।

- **বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড**

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার প্রদত্ত সকল নির্দেশনা যথাযথ পালনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ অন্যান্য বাহিনী/সংস্থার ন্যায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদস্যরাও সম্মুখ কাতারে থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কোস্ট গার্ড কর্তৃক ১৬,৩৪৬টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে যা বর্তমানে ও অব্যাহত রয়েছে। কোস্ট গার্ড কর্তৃক অভিযান পরিচালনাকালে জনসাধারণের স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করণের জন্য বিভিন্ন লকডাউন এলাকায় যাত্রীসাধারণের মাঝে ৫,০০০ মাস্ক ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

- **মুজিববর্ষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক মাননীয় মহাপরিচালক এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বিভিন্ন জনসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। উপকূলীয় জেলেদের মাঝে লাইফ জ্যাকেট, লাইফবয়, টর্চ লাইট, রেইনকোট, রেডিও, বৃক্ষ চারা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ, বৃক্ষরোপণ ও সুপেয় পানির জন্য গভীর নলকূপ স্থাপনসহ রক্তদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

০১ ফাল্গুন ১৪২৮
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড- এর ২৭তম জয়ন্তী ও কোস্ট গার্ড দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সর্বস্তরের সকল সদস্যকে জানাই আমার শুভেচ্ছা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য দূরদর্শিতায় ১৯৭৪ সালে 'বাংলাদেশের টেরিটোরিয়াল ওয়াটার এন্ড মেরিটাইম জোনস এ্যাক্ট' প্রণীত হয়। পরবর্তীতে এ আইনের হাত ধরেই আমাদের সমুদ্র বিজয় সুনিশ্চিত হয়।

বাংলাদেশের সুবিশাল সমুদ্র এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি দেশের সুনীল অর্থনীতি কেন্দ্রীক কার্যক্রমের নিরাপত্তা বিধানে কোস্ট গার্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ১৯৯৪ সালে মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আনীত বিলের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড একটি বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর ১৯৯৬ সালে গঠিত আওয়ামী লীগ সরকার কোস্ট গার্ডের বিভিন্ন জোনের জন্য ভূমি বরাদ্দ, অবকাঠামো নির্মাণ এবং নতুন নতুন জলযান সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড- এর অগ্রযাত্রায় বিশেষ অবদান রাখে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ হতে ২০২১ পর্যন্ত ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উপকূলীয় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোস্ট গার্ড- এর স্টেশন ও আউটপোস্টসমূহে কোস্টাল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টারসহ বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন আকারের ৭৭টি জলযান নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে আধুনিক ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই এ বাহিনীতে যুক্ত হতে যাচ্ছে উন্নত প্রযুক্তির জাহাজ, হোভারক্রাফট ও দ্রুতগতিসম্পন্ন বোট।

কোস্ট গার্ড- এর জোনসমূহে কর্মরত সদস্যগণের বাসস্থান, ব্যারাক ও প্রশাসনিক ভবন ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে। পটুয়াখালী অঞ্চলে নিজস্ব প্রশিক্ষণ বেইস তৈরির মাধ্যমে কোস্ট গার্ডের জনবলের প্রশিক্ষণ সক্ষমতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা 'বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা' নামে কমিশন করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য ২টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল, ১টি ফ্লোটিং ক্রেন, ২টি টাগ বোট এবং ১৬টি বোট তৈরি করা হয়েছে। এ বাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য গজারিয়ায় একটি ডকইয়ার্ড নির্মাণ করা হচ্ছে। সুনীল অর্থনীতি ও গভীর সমুদ্রে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ১৫ হাজার জন জনবল অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমি আশা করি, এ বাহিনীর উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আমাদের সহযোগিতা চলমান থাকবে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বিশেষ অবদান রেখে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড- এর ২৭তম জয়ন্তী ও কোস্ট গার্ড দিবস-২০২২ - এর সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের জলসীমায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অগ্রণী বাহিনী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ২৭তম জয়ন্তী ও 'কোস্ট গার্ড দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল অকুতোভয় সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। একই সঙ্গে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব বর্ষের পথ-পরিক্রমায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আরো স্মরণ করছি সকল শহিদ পরিবারবর্গ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন।

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে। দেশের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার স্বার্থে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মাদক ও মানব পাচার প্রতিরোধ, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, সন্ত্রাসবাদ প্রতিহতকরণ, মৎস্য সম্পদ রক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ সকল কার্যক্রমে অত্যন্ত কার্যকর অবদানের জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আজ প্রশংসিত। সদাশয় সরকার সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ বাহিনীকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অদম্য স্পৃহা, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ বাহিনীর সদস্যগণ দেশের সুবিশাল সমুদ্র এলাকায় নিরাপত্তা প্রদান, সমুদ্র সম্পদ রক্ষা ও সমুদ্র ব্যবহারকারীদের জানমাল রক্ষায় অব্যাহতভাবে অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ২৭তম জয়ন্তী ও কোস্ট গার্ড দিবস-২০২২ এর সফলতা কামনা করছি এবং আমি এ বাহিনীর সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করছি।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

মোঃ আখতার হোসেন

উপসংহার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তার প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে একনিষ্ঠ ও নিবেদিত প্রাণে আমাদের সুবিশাল সমুদ্র অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের আপামর জনসাধারণের আস্থা ও প্রশংসা অর্জন করেছে। এ বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকার বদ্ধপরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমানে সরকারের ব্লু ইকোনমির কার্যকর প্রয়োগ এবং ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড চালু রয়েছে। এসবের নিরাপত্তায় অতন্দ্র প্রহরীর মতো প্রতি মুহূর্তে সজাগ রয়েছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এদেশের সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য শক্তিশালী কোস্ট গার্ডের কোনো বিকল্প নেই। সময়ের পরিক্রমা ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার নিপুণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে অধিকতর কার্যকর, শক্তিশালী ও সুদক্ষ বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা এগিয়ে নিতে এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য উজ্জীবিত ও বদ্ধপরিকর। এসব কাজের ধারাবাহিকতায় দেশ ও জাতির উন্নয়নের ধারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে প্রতীয়মান।